সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat
বাংলা

ই-পেপার

২২ আগস্ট ২০২৫ |শুক্রবার

w w w . t h e d h a k a c h a t . c o m

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন,পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কোনো পদে আমি থাকব না: প্রধান উপদেষ্টা

ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেসারাট নিউজে একটি নিবন্ধ লিখেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে তিনি গত বছরের গণঅভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।
নিবন্ধে প্রফেসর ইউনূস স্পষ্ট করেছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন শেষেই তিনি সব দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন। নির্বাচনের পর গঠিত সরকারের কোনো পদেই তিনি থাকবেন না।
ড. ইউনূস লিখেছেন, “জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে হবে। এরপর যে সরকার ক্ষমতায় আসবে সেখানে নির্বাচিত বা নিযুক্ত কোনো পদে আমি থাকব না।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করা, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের সামনে তাদের কর্মসূচি তুলে ধরতে পারবে। দেশ-বিদেশে থাকা সব বৈধ ভোটারকে ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা এটি সম্পন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।”

গাজা দখলের পথে ইসরায়েল: সেনাশক্তি কি যথেষ্ট?

ডেস্ক রিপোর্টঃ গাজা যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পেরিয়ে ইসরায়েল নতুন করে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লক্ষ্য এবার গাজা সিটি—যা হামাসের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমের প্রধান ঘাঁটি।
সরকারি অনুমোদনের পর ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) প্রায় ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনাকে পুনরায় ডেকে পাঠিয়েছে। আরও ২০ হাজারের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এত বিশাল সেনা সমাবেশ সত্ত্বেও এক বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—ইসরায়েলের হাতে কি আসলেই পর্যাপ্ত জনশক্তি আছে এই অভিযান সফল করার জন্য?
মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে গিয়ে সেনাদের মধ্যে ক্লান্তি বাড়ছে, কমছে মনোবল।
বারবার রিজার্ভ ডাকা হওয়ায় অসন্তোষও তীব্র হচ্ছে। নেতৃত্বের ঘাটতি, দীর্ঘসময় পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং অনিশ্চিত যুদ্ধ পরিস্থিতি সৈন্যদের মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে তুলছে।

এদিকে দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলছে বন্দিদের পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে। তারা দাবি করছে—অভিযান নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমে বন্দি মুক্তির পথ খোঁজা হোক। অন্যদিকে গাজার ভয়াবহ মানবিক সংকট আন্তর্জাতিক চাপও বাড়িয়ে তুলেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, গাজা সিটিতে প্রবেশ করা যতটা কঠিন, তার থেকেও কঠিন হবে ওই অঞ্চল ধরে রাখা। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, সুপরিকল্পিত সুড়ঙ্গপথ আর হামাসের প্রতিরোধ—সব মিলিয়ে আইডিএফকে বড় পরীক্ষা দিতে হবে।
ফলাফল যাই হোক, প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—ইসরায়েল কি শুধু সামরিক শক্তি দিয়েই গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে, নাকি দীর্ঘমেয়াদে এ যুদ্ধ আরও জটিল আকার ধারণ করবে?

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লাগবে : প্রেস সচিব

ডেস্ক রিপোর্ট: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংক, দুদক, এনবিআর, সিআইডির দল কাজ করছে। এটা খুবই বিস্তৃত একটা কাজ। আমার মনে হয় কয়েক বছর লেগে যাবে, পুরো টাকা ফেরত আনতে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন, খবর ঢাকা পোস্ট। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়া প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে বলে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে জানিয়েছেন সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব।

এই অর্থের কতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হবে— এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, বিদেশে ৪০ হাজার কোটির সম্পদের সঙ্গে অনেকগুলো আইনি প্রক্রিয়া আছে। এখানে আইনি অনেক জটিলতা আছে। ফলে অনেকের নাম কিংবা কোথায় তার সম্পদ আছে, আমরা এখানে তা প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু এদের অনেকের সম্পদের কথা ব্রিটিশ পত্রিকায় এসেছে।

তিনি বলেন, যেহেতু আমাদের সরকার এখানে একটা অংশ, সরকার প্রথমে খুঁজবে কোথায় কোথায় সম্পদ আছে। দ্বিতীয়ত যেসব দেশে সম্পদ রয়েছে, সেসব দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ওই সম্পদ ফ্রোজেন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু ফ্রোজেন হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এখান থেকে টাকা পাচার করে যেহেতু বিদেশে ওই সম্পদ কেনা হয়েছে, সেটি বিক্রি করে পুরো টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কাজ করছি। এটা খুবই সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে এই কাজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে করা হচ্ছে।

অফিসিয়াল, কূটনৈতিক পাসপোর্টেই পাকিস্তান সফর করা যাবে: প্রেসসচিব

ডেস্ক রিপোর্ট: অফিশিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্ট পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি সুবিধা পেতে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এদিন দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম, খবর কালের কণ্ঠ।

প্রেসসচিব বলেন, 'পাকিস্তানের মতো এ রকম চুক্তি আমরা আরো ৩১টি দেশের সঙ্গে করেছি। এই চুক্তি হবে পাঁচ বছরের জন্য। এর ফলে যারা অফিশিয়াল পাসপোর্ট এবং কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করছেন তারা এখন বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। একইভাবে পাকিস্তানের যারা অফিশিয়াল এবং কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করছেন তারাও বাংলাদেশে সফর করতে পারবেন কোনো ভিসা ছাড়াই।এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস।'

উপ-প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, এই বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সম্মতি পাওয়া গেছে।

বিএনপির বিজয় ঠেকানোর চেষ্টা চলছে: তারেক রহমান

ডেস্ক রিপোর্ট: বিএনপির বিজয় ঠেকানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর আইইবি মিলনায়তনে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে ‘জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময়’ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বর্তমানে নির্বাচন হলে দেশের জনগণ তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে বিএনপিকে নির্বাচিত করবে। তাই বিএনপির বিজয় ঠেকানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।

এ সময় তারেক রহমান আরও বলেন, দেশে গণতন্ত্রের যাত্রাপথ ঝুঁকিমুক্ত নয়। কারণ পতিত স্বৈরাচারী সরকারের মতো বর্তমানেও বিএনপি ঠেকাও প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, যারা বিএনপির বিজয় ঠেকাতে নানা শর্তের বেড়াজালের কথা বলছেন তাদের বলবো, রাজনীতি দিয়ে রাজনীতি মোকাবিলা করুন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন উপযুক্ত নয়।

পিআর পদ্ধতিতে ভিন্ন মত থাকলেও সেটিই রাজনৈতিক সৌন্দর্য, আর সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এ সংকট সমাধান সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

তিনি সতর্ক করে দেন, নির্বাচন সামনে রেখে যারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছেন তারা গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। তারেক রহমান আরও বলেন, গণতান্ত্রিক শক্তির বিরোধ এমন পর্যায়ে নেওয়া যাবে না যাতে করে ‘পলাতক স্বৈরাচার’ সুযোগ পায়।

জুলাই সনদ নিয়ে শিগগির প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় বসবে বিএনপি

ডেস্ক রিপোর্ট: জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপর না রাখা ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে খসড়ায় লিখিত মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি। একই সঙ্গে জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপরে নাকি নিচে রাখা হবে সেটা নিয়েও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলোচনায় বসবে দলটি। শিগগির এ আলোচনায় বসবেন বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারা। দলটির নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

কোনো রাজনৈতিক ‘সমঝোতার দলিল’ সংবিধানের ওপরে স্থান পেতে পারে কি না, এমন প্রশ্ন তুলে বিএনপি বলছে, জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হলে খারাপ নজির তৈরি হবে। এ সনদ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না, সরাসরি এমন বিধান রাখারও বিপক্ষে বিএনপি।

সূত্র জানায়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে মতামত চেয়ে জুলাই সনদের যে পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছিল। যুগপৎ আন্দোলনের মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের পর তার ওপর লিখিত মতামত দিয়েছে বিএনপি।

বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঐকমত্য কমিশনে ই-মেইলের মাধ্যমে তা জমা দিয়েছে দলটি। যদিও এর আগে একটি সূত্র জানিয়েছিল, ২১ আগস্ট জুলাই সনদ জমা দেবে বিএনপি।

The DhakaChat বাংলা

২২ আগস্ট ২০২৫ । শুক্রবার

রাজস্ব খাত সংস্কারে বড় পরিবর্তন, অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে নতুন অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন

ডেস্ক রিপোর্ট: দেশের আর্থিক খাত 'মারাত্মক ঝুঁকির' মধ্যে ররাজস্ব খাতের সংস্কারের বহুল আলোচিত অধ্যাদেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে মোট ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব পাস হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সংশোধন হলো, রাজস্ব নীতি বিভাগে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে নেতৃত্বাধীন করা হবে। এতে করে নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকরতা বাড়ানো হবে বলে অভ্যন্তরীণভাবে আশা করা হচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুমোদিত হয়। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। সভায় সংশোধনীর বিস্তারিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের জানান, নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে রাজস্ব নীতি বিভাগের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে যুগোপযোগী এবং পেশাদার মানদণ্ড নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, গত ১২ মে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি হওয়ার পর এনবিআরের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করে। প্রায় দেড় মাস ধরে দেশের বিভিন্ন শুল্ক ও কর কার্যালয়ে কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় আন্দোলন স্থগিত করা হয়। তবে আন্দোলনের কারণে এনবিআরে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত, বদলি এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ শুরু হয়েছে।

এই সংশোধনী অনুযায়ী, আগামীতে রাজস্ব খাতের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন আরও পেশাদার, কার্যকর এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হবে। অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশের কর ও শুল্ক নীতিতে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং ব্যবসায়িক পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে জেটি ভেড়ার সময় কমেছে, ব্যবসায়ীরা পেলেন স্বস্তি

ডেস্ক রিপোর্টঃ চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ জেটিতে ভেড়ানোর জন্য সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে, জাহাজ বন্দরে এসে দাঁড়ালেও পণ্য হাতে পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে অতিরিক্ত দিন অপেক্ষা করতে হতো। তবে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ অপেক্ষার সময় এখন দৃশ্যমানভাবে কমতে শুরু করেছে।
গত মঙ্গলবার বন্দরের জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি) বা ক্রেনযুক্ত দুটি কনটেইনার জাহাজ বন্দরে ভিড়ানোর পর দেখা গেছে, বন্দর জলসীমায় আসার মাত্র দুই-তিন দিন পরই জাহাজ জেটিতে ভেড়ানো সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে ক্রেনবিহীন জাহাজের জন্য অপেক্ষার সময়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। আগে যেখানে ৭–১০ দিন অপেক্ষা করতে হতো, এখন তা ৪ দিনে নেমেছে। এছাড়াও, জেটিতে ভেড়ানোর জন্য সাগরে অপেক্ষমাণ জাহাজের সংখ্যা আগের ১৪–১৫টির বদলে বর্তমানে মাত্র ৬টি।
চট্টগ্রাম বন্দর দেশের প্রধান পণ্য এবং কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানার কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্য কনটেইনারের মাধ্যমে বন্দরে আসে। পণ্য হাতে পাওয়ায় দেরি হলে উৎপাদন ধীরগতি হয় এবং রপ্তানির সময়সূচি ব্যাহত হয়। গত ছয় মাস ধরে এই ধরণের দেরিতে ব্যবসায়ীরা প্রভাবিত হলেও, এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।
বন্দর কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছেন, ক্রমাগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমের আধুনিকায়নের মাধ্যমে জেটি ভেড়ার সময় আরও কমানো সম্ভব হবে। এতে ব্যবসায়ীদের পণ্য আনা ও প্রেরণ কার্যক্রম দ্রুততর হবে এবং উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com